দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০9 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বেসরকারি স্কুলে স্থানীয়দের জন্য ৪০ শতাংশ আসন

● ভর্তির জন্য উন্নয়ন খাতে ৩ হাজার টাকার বেশি নেওয়া যাবে না ● পরবর্তী ক্লাসে ভর্তির ক্ষেত্রে পুনঃভর্তি ফি নেওয়া যাবে না

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের মতো ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি স্কুলেও ৪০ শতাংশ আসন সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণের বিধান রেখে নীতিমালা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কোন শ্রেণিতে কীভাবে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে এবং কোন ক্ষেত্রে ভর্তি 'ফি' কত হবে তাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নীতিমালায়।

নীতিমালার ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরী ছাড়াও দেশের সব বেসরকারি স্কুল-কলেজে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

সোমবার জারি করা নীতিমালায় বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল সংলগ্ন 'ক্যাচমেন্ট এলাকার' শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে ৪০ শতাংশ এলাকা কোটা প্রযোজ্য হবে না। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই 'ক্যাচমেন্ট এলাকায়' থাকলে শিক্ষার্থীরা উভয় প্রতিষ্ঠানেই ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

পরিচালনা পর্যদের সহায়তা নিয়ে ঢাকা মহানগরীর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

বেসরকারি স্কুলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের এই 'ক্যাচমেন্ট এরিয়া' নির্ধারণ করতে হবে। ক্যাচমেন্ট এলাকা নির্ধারণে একাধিক স্কুলের মধ্যে জটিলতা দেখা দিলে থানা/উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তার সমাধান করবেন। মন্ত্রণালয় বলছে, ক্যাচমেন্ট এলাকা নির্ধারণে কোনো এলাকা যেন বাদ না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার আদেশই চূড়ান্ত।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, প্রথম শ্রেণিতে অবশ্যই লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা ছাড়াও অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শূন্য আসনের জন্য লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে। নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে জেএসসি-জেডিসির ফলের ভিত্তিতে। প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিশুর বয়স ছয় বছর (৬+) হতে হবে।

শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে পরিচালনা পর্ষদ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবে। তবে একই ক্যাচমেন্ট এলাকার ভর্তি পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন তারিখে নিতে হবে। ঢাকা মহানগরীর বিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি সংশ্লিষ্ট থানা বা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নির্ধারণ করে দেবেন।

ভর্তির জন্য ঢাকা মহানগরসহ এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিও বহির্ভূত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন ফরমের দাম হবে সর্বোচ্চ দুই'শ টাকা।

মফস্বল এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সেশন ফিসহ সর্বোচ্চ ভর্তি ফি হবে ৫০০ টাকা, পৌর (উপজেলা) এলাকায় এক-হাজার টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় দুই হাজার টাকা এবং ঢাকা ছাড়া অন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় তিন হাজার টাকার বেশি আদায় করা যাবে না।

আর ঢাকা মহানগরে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থী ভর্তিতে পাঁচ হাজার টাকা, আংশিক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান আট হাজার টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠান ১০ হাজার টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না। উন্নয়ন খাতে কোনো প্রতিষ্ঠান তিন হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না।

একই প্রতিষ্ঠান থেকে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের এক শ্রেণি থেকে পরের শ্রেণিতে ভর্তিতে সেশনচার্জ নেওয়া যাবে তবে পুনঃভর্তির ফি নেওয়া যাবে না।

ভর্তি ফরম এবং ভর্তি ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত আদায় করলে এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নীতিমালায় বলা হয়েছে।